ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'সুখবর' নিয়ে মুখ খুললেন সোনাক্ষী

পৃঃ ৫

২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা জানালেন নেইমার

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪২ ● কলকাতা ● ০৪ পৌষ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাদেশের জঙ্গি জাল এবার বাংলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশে হাসিনা সরকার পতনের পরই বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসে। জানা যায়, শতাধিক জঙ্গিকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতি অসম এসটিএফের জালে নিষিদ্ধ গ্লোবাল টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের ৮ জন সদস্য ধরা পরার যে তথ্য উঠে এসেছে তার রীতিমতো উদ্বেগজনক। আলকায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট অনুপ্রাণিত আনসার উল বাংলাটিম এদেশের বিভিন্ন রাজ্য তাদের জাল ছড়ানোর চেষ্টা করছে গোপন সূত্রে তা জানতে পারে অসম পুলিস।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীরের মাথার উপর থেকে সরছে না জঙ্গির ছায়া। জম্মু-কাশ্মীরে আবারও সাফল্যের সঙ্গে জঙ্গিদমন করল ভারতীয় সেনা। বৃহস্পতিবার ৫ সন্ত্রাসবাদীকে খতম করল তারা। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় বৃহস্পতিবার ভোরে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় এই জঙ্গিদের। ভারতীয় সেনার কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে, কুলগামের খাদ্দের এলাকায় কিছু জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। সেই মতো শুরু করা হয় তল্লাশি অভিযান। ভারতীয় সেনার সঙ্গে যৌথ ভাবে পুলিসও চালিয়েছিল এই অভিযান। তাতেই আসে সাফল্য। নিহত হয় ৫ জঙ্গি। তবে কুলগাম এবং খাদ্দের এলাকায় আরও কিছু জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান এখনও জারি। কুলগাম এলাকার জঙ্গল থেকে এখনও গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বলে খবর। অনুমান, বাকি জঙ্গিরা পাল্টা আক্রমণের কোনও ছক কষছে। তবে পাল্টা দিতে তৈরি নিরাপত্তাবাহিনীও। আশা করা হচ্ছে, বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরও জঙ্গির হদিস মিলবে।জঙ্গি কার্যকলাপে রাশ টানতে লন্চ করা হয় অপারেশন প্রঘাত। ১৭-১৮ ডিসেম্বর অসম, কেরলা ও পশ্চিমবঙ্গ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় আলকায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট অনুপ্রাণিত আনসার উল বাংলাটিমের ৮ জন সদস্যকে। যাদের মধ্যে মূল চাই হিসাবে কেরালা থেকে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের মহম্মদ শাদ রাজি।জালে ধরা পড়েছে মুর্শিদাবাদে হরিহরপাড়ার দুই বাসিন্দা। ধৃতদের জেরা করে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে এদেশের বিভিন্ন রাজ্য এবিটির স্লিপার সেল সক্রিয় করার জন্য চলতি বছরের নভেম্বর মাসে শাদ রাজিকে এদেশে পাঠানো হয়। তাকে সেই কাজ দিয়ে পাঠায় বর্তমানে আনসার উল বাংলা টিমের চিফ জসিমুদ্দিন রহমানির ঘনিষ্ঠ ফারহান ইসরাক। ভারতে এসে প্রথম কেরলাতে আশ্রয় নেয় শাদ। কোনো বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে অনুপ্রেবশ ঘরে শাদ। কেরালা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম একাধিকবার সফর করে।

অল্প বয়সী যুবকদের এবিটিতে নিয়োগ, বৈঠকরে আয়োজন, অপারেশনাল ইউনিট তৈরির ইত্যাদির উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় একাধিক বৈঠক করে শাদ। মুর্শিদাবাদে তার থাকার ব্যবস্থা থেকে স্লিপার সেল তৈরি কাজে

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের

উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা

বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে কলকাতা এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি আবার বছরের সেই সময় যখন শহরটি উৎসব মরসুমের সৌন্দর্যে একত্রিত হয়। রাস্তাগুলি আলোয় ঝলমল করছে, ঘরে রান্না করা খাবারের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এবং ক্যারল এবং ঘণ্টার শব্দ আনন্দময় পরিবেশকে বাড়িয়ে তুলছে। এদিন কলকাতার আর্চবিশপ, মোস্ট রেভারেন্ড টমাস ডি'সুজার অগাস্ট উপস্থিতিতে অ্যালেন পার্কে ২০২৪ সালের কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রেভারেন্ড ডঃ পরিতোষ ক্যানিং, কলকাতার বিশপ, চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া, কলকাতায় রাশিয়ান ফেডারেশনের কনসাল জেনারেল, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ২০১১ সালে এর সূচনা হওয়ার পর থেকে, এই উৎসবটি বছরের পর বছর ধরে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি কলকাতার অন্যতম অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত বার্ষিক উদযাপনে পরিণত হয়েছে। এই লালিত ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য। তিনি বলেন যে " আমি

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলকে ধন্যবাদ বাবাসাহেবের পৌত্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অমিত শাহের মন্তব্য-বিতর্কে মুখ খুলল বাবাসাহেব অম্বেডকরের পরিবার। রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যকে ঘিরে চাপানউতরের মাঝে বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন অম্বেডকরের পৌত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ অম্বেডকর। শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন প্রকাশ।মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতায় বাবাসাহেব অম্বেডকরের প্রসঙ্গ ওঠে, যা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে শাহ বলেন, "এখন এক ফ্যাশন হয়েছে- অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর। এত বার যদি ভগবানের নাম নিতেন তবে সাত জন্ম স্বর্গবাস হত।" তাঁর আরও সংযোজন, "জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে অম্বেডকরের অনেক মতপার্থক্য ছিল। সেই কারণেই নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।" ওই মন্তব্যকে ঘিরে বুধবার সংসদের দুই কক্ষেই শোরগোল পড়ে যায়। অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায় রাজ্যসভা এবং লোকসভায়। ওই কটূক্তির জন্য শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তোলেন বিরোধীরা। বুধবার সকালে সংসদের বাইরে কংগ্রেস সাংসদেরা অম্বেডকরের ছবি হাতে বিক্ষোভ দেখান। ওঠে 'জয় ভীম' স্লোগান। অমিতের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জারি করে তৃণমূল। সমালোচনা করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, "অম্বেডকরের বিরুদ্ধে কটূক্তিমূলক মন্তব্য করে গণতন্ত্রের মন্দিরকে অপমান করেছেন শাহ।"পাশাপাশি, শাহের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জারির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূলকেও।

প্রকাশ বলেন, "বাবাসাহেবের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অসম্মানজনক মন্তব্য সহ্য করা হবে না। অম্বেডকর-বিরোধী মানসিকতাকে নির্মূল করতে রাজপথ থেকে সংসদ পর্যন্ত লড়াই করা হবে।" এর পরেই শাহের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দেওয়ার জন্য তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

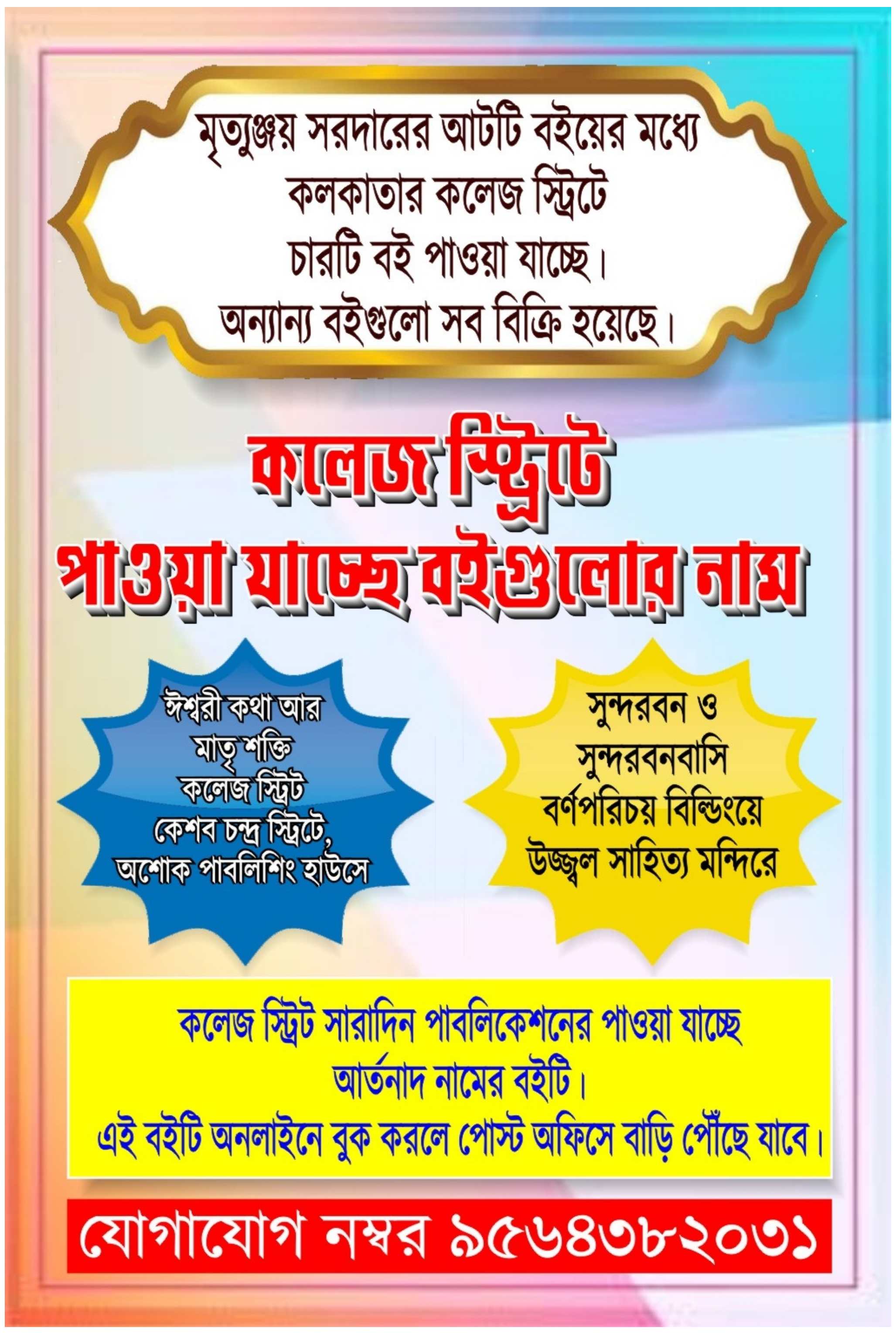

শুরু হবে তিলপাড়া ব্যারাজ সংস্কারের কাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শুরু হবে তিলপাড়া ব্যারাজ সংস্কারের কাজ, সেই কারণে আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আংশিক যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে ব্যারাজের উপর। ব্যারাজের উপর দিয়ে চলাচলকারী সমস্ত ভারী মালবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ করা হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য শুক্রবার জেলা প্রশাসন ভবনে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), সদর মহকুমাশাসক, সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জাতীয় সড়কের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সিউড়ি থানার আইসি, মহম্মদবাজার থানার ওসি, ঝাড়খণ্ডের রানীশ্বর থানার ওসি এবং দুমকার সার্কেল অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত ভারি মালবাহী গাড়ির ষাট শতাংশ রানীশ্বর হয়ে এবং চল্লিশ শতাংশ সাঁইথিয়া হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। জানুয়ারির শুরুতে সাঁইথিয়ায় নতুন ব্রিজের কাজ শেষ হলে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অধিকাংশ ভারি মালবাহী গাড়ি ময়ূরেশ্বর থেকে সাঁইথিয়ার ভেতর দিয়ে চালানো হবে এবং অতিরিক্ত ভারী গাড়িগুলির রানীশ্বরের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। যেহেতু তিলপাড়া ব্যারাজের উপরের রাস্তাটির উপরে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল তাই দ্রুত কাজটি শেষ করার অনুরোধ করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আইআইটি ধানবাদ থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল এসে ব্যারাজের প্রকৃত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন এবং সেই অনুযায়ী করা হবে কাজ। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে ব্যারাজের উপরের রাস্তার প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কথাও বলা হয়েছে। ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হলেও ফাঁকা মালবাহী গাড়ি, যাত্রীবাহী বাস এবং ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে ব্যারাজের উপর। তবে কিছুদিনের জন্য সার্বিক যান চলাচল একমুখী করা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তির বার্তায় বাউল গানে সচেতন বীরভূমের রামপুরহাট থেকে তারাপিঠে স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার , নির্যাতন, মন্দির , মঠ মিশন ইসকন এবং দেব দেবীর মুর্তি যে ভাবে ভাঙচুর চলছে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা বড়ই নক্কার জনক ঘটনা। এই হিন্দু দের উপর সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বহু হিন্দু পরিবার গৃহ হিন তারা অসহায় চাল চুলো হীন ঠিকানা হীন হয়েছে। ভারতে চারিদিকে হিন্দু সমাজ গর্জে উঠেছে। বাংলাদেশেও হিন্দু সমাজ গর্জে উঠেছে। ঠিক এই রকম অরাজকতার পরিস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ড: স্বপন দত্ত বাউল পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ঝড় তুলেছেন তার বাউল গানে ও বক্তব্যে। প্রথমে কোলকাতার রাজপথে, তার পর একে একে অযোধ্যায় রাম মন্দিরে গিয়ে, পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সামনে এবং গোলাপবাগ মোড়ে প্রতিবাদ করে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল গানে বার্তা দেওয়ার পরই বুধবার বীরভূমের রামপুরহাট ও তারাপীঠে স্বপন বাউল ছুটে এলো। বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার , নির্যাতন বন্ধ করতে প্রতিবাদ ও শান্তির বার্তা দিলেন। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে হিন্দুদের, সাধুদের ,সন্তদের সন্ন্যাসীদের, মন্দির ,দেব, দেবীদের রক্ষা করতে বাংলাদেশের হিন্দুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাউল গানে প্রতিবাদ দেখে ও বা বাংলাদেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বার্তা দিতে দেখে তারাপীঠে আগত ভক্তবৃন্দ ও

এরপর ৩ পাতায়

সংগঠনে শান্তনুর প্রত্যাবর্তন, সপ্তম স্বর্গে প্রাক্তন সাংসদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। একদম শেষ মুহূর্ত মত বদলান। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর মত বদলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সম্পাদক হলেন চিকিৎসক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। এই নিয়ে সপ্তমবার আইএমএ বেঙ্গলের তিনি রাজ্য সম্পাদক হলেন।রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার কথাও বললেন ডাক্তার শান্তনু সেন। জানান, চিকিৎসকদের ও চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বার্থে সবাইকে নিয়ে আইএমএ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে এবং অতীতের মতো রাজ্য সরকারের যেকোনও ভাল কাজে সদর্থক ভূমিকা নিয়ে সহযোগিতা করবে। এছাড়া বাংলাদেশে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য আইএমএ কেন্দ্রকে চিঠি দেবে।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, আরজি কাণ্ডের পর শাসকদলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে শান্তনু সেনের। আর এদিন আইএমএ রাজ্য শাখার নির্বাচনে জয়ের পর গত কয়েকদিনে রাজ্যের শাসকদল যে ইস্যুগুলি নিয়ে সরব হয়েছে, সেই ইস্যুগুলিই তুলে ধরতে দেখা গেল তাঁকে।বুধবার আইএমএ-র রাজ্য শাখার ভোট গণনাতে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশ সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলছে টালমাটাল অবস্থা। হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সীমান্তে হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ। 'বাংলাদেশ থেকে কাউকে ঢুকতে দেখলেই খবর দেবেন', অশান্ত বাংলাদেশ নিয়ে ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দাদের সতর্কও করেছে বিএসএফ।গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শুধু জঙ্গিই নয়, গত ৫ অগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর নরসিংদি, শেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, গাজিপুর ও জামালপুর জেল ভাঙার ঘটনা ঘটে। ওই জেলগুলিতে অন্তত ১২০০ কুখ্যাত অপরাধী ছিল। তাদের সিংহভাগ অংশই শরনার্থী সেজে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে জানতে পেরেছে গোয়েন্দা দফতর। এরপরই সীমান্তে

এরপর ৩ পাতায়

উত্তেজনা সিউড়িতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সিউড়ি ২ নম্বরে ব্লকের ইন্দ্রগাছা মোড়ে একটি মন্দিরের হনুমান মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিউড়ি-বোলপুর রাস্তার ধারে ১০-১২ বছর আগে অস্থায়ীভাবে একটি হনুমান মন্দির গড়ে ওঠে। প্রতিদিন পুজোও হয়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে কেউ বা কারা বজরংবলির মূর্তি ভাঙে। মন্দিরের পুরোহিত রাতে

এরপর ৪ পাতায়

আবারো কুলতলী ব্লকের মৎস্যজীবি সুন্দরবনে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘে আক্রান্ত হয়ে মৃতু হয়

সমতুল নস্কর, কুলতলী,দঃ ২৪ পরগনা

আবার সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ,কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু হলো এক মৎস্যজীবির । মৃতের নাম তাপস মন্ডল বয়স ৩২ বাড়ী দঃ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকে মৈপীঠ কোষ্টাল থানার বৈকন্ঠপুর অঞ্চলে, আজ পাঁচ জন সঙ্গী মিলে সুন্দরবনের আসমলমারী নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরা অবস্থায় জঙ্গল থেকে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাপস মন্ডলের ঘাড়ে।সাথে সাথে সঙ্গী সাথীরা চিৎকার করতে থাকে এই ভয়ে বাঘ পালিয়ে যায়। এবং সঙ্গীরা ওই আহত তাপস কে নিয়ে ফিরে আসার সময় প্রচুর রক্তক্ষরনে পথেই মৃত্যু হয়। এর পর তাপসের মৃতদেহ মৈপীঠ কোষ্টাল থানায় নিয়ে এলে থানার পক্ষথেকে জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালে আনেন।ও ময়না তদন্তে পাঠান। আক্রান্তে পরিবারে স্ত্রী ছয় বছরের কন্যা বাবা -মা সবাই তাপসের উপর নির্ভর শীল বলে আমাদের প্রতিনিধি কে জানান।

ইনফোসিসকে ডিস্টার্ব নয়, শওকতকে 'রিকোয়েস্ট' মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কোনওভাবে 'ডিস্টার্ব' করা না হয়, শওকত মোল্লাকে সেই 'রিকোয়েস্ট' করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নিউ টাউনের হাতিশালায় ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের নয়া ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিয়ে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শওকতের নাম করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার সঙ্গে শওকত মোল্লাও আছে।আর ওই মহলের মতে, ইনফোসিসের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 'রিকোয়েস্ট' করেছেন, সেটার মাধ্যমে তিনি অন্যান্য শীর্ষ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকেও বার্তা দিতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন যে রাজ্যের একেবারে শীর্ষস্তর থেকে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে বাংলায় বিনিয়োগ করলে 'ডিস্টার্ব'-র মুখে পড়তে হবে না।আমার একটা আর্জি (রিকোয়েস্ট) আছে। প্লিজ দেখো যাতে সবরকমভাবে সর্বস্তরে ওদের সহযোগিতা করতে পারি আমরা, সমন্বয় রক্ষা করতে পারি আমরা।' আর মমতার সেই 'রিকোয়েস্ট'-র প্রেক্ষিতে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটা তাঁর কাছে 'আদেশ'।

মমতার মন্তব্যের পরে শওকত দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যে দায়িত্ব দেবেন, সেটা পালনের চেষ্টা করবেন। মমতা যা বলেন, সেটা তাঁর কাছে

এরপর ৩ পাতায়

ক্ষমা কর হজরত'. যে দেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত, সেখানে পা রাখবে না নজরুলের পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কবি লিখেছিলেন, 'ক্ষমা কর হজরত, তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ'। আজ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পংক্তি শোনা গেল নজরুল ইসলামের আত্মীয়ের মুখে। যে দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলে, সেই দেশে পা রাখবেন না। জানিয়ে দিল আসানসোলের চুরুলিয়ার বাসিন্দা কাজী নজরুলের পরিবার।

বিদ্রোহী কবি নজরুল চেয়েছিলেন দুই বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে। কিন্তু আজ যা হচ্ছে তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই বলেই মন্তব্য করেন কবির নাতনি সোনালি কাজি। তাঁর বক্তব্য, এই বাংলাদেশ দেখতে চাননি নজরুল।

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র আরও বলেন, নজরুল আজ বেঁচে থাকলে তিনি বাংলাদেশের দেওয়া জাতীয় কবির সম্মান ফিরিয়ে দিতেন। কবির স্মৃতিসৌধ থাকলেও সে দেশে আর যেতে চান না তিনি।এই চুরুলিয়া গ্রামেই জন্মেছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।পরিবারের অনেক সদস্য বাংলাদেশে থাকলেও, একাংশ এখনও রয়েছে চুরুলিয়ায়। বাংলাদেশে তাঁদের যাতায়াত রয়েছে। হাসিনার আমলে বাংলাদেশে গিয়ে সম্মানিতও হয়েছেন তাঁর। কিন্তু এমন পরিস্থিতি থাকলে, আর বাংলাদেশে যেতে চান না তাঁরা।

হিন্দুদের ওপর যেভাবে নির্যাতন

এরপর ৩ পাতায়

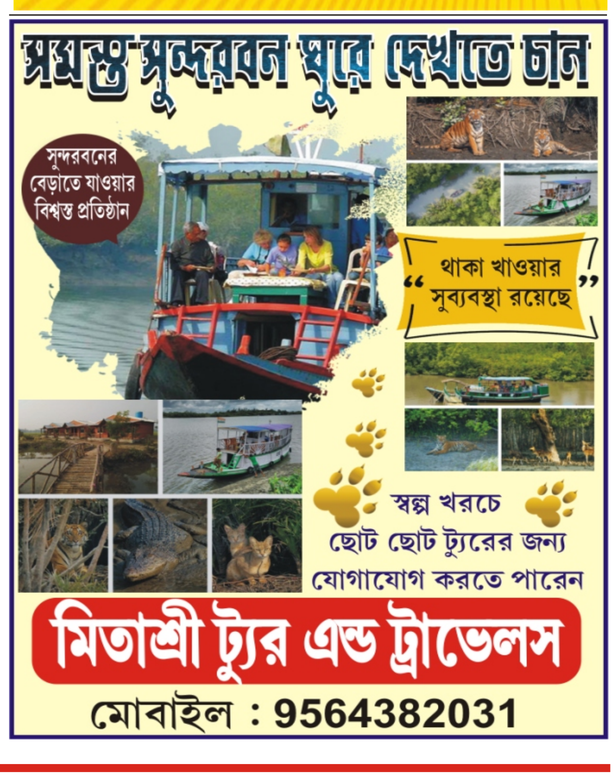

২ পাতার পর

বাংলাদেশ সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই

নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।তবু উদ্বেগের শেষ নেই। কারণ, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এরাজ্যের যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে তার অনেকাংশেই নেই কাঁটাতার। অর্থাৎ ফাঁকা ওই এলাকা দিয়ে সীমান্ত অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল। এমন ক্ষেত্রে সীমান্তের কাঁটাতার বিহীন এলাকায় কীভাবে নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ?

এ ব্যাপারে বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনীন্দর সিং পাওয়ার বলেন, "বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। এজন্য স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"

তিনি জানিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সীমান্ত পাহারায় আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষত, রাত পাহারার ক্ষেত্রে। তবে এই আধুনিক সরঞ্জামের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ২ হাজার ২১৭ কিমি অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি। এর মধ্যে বহু এলাকায় আবার কাঁটাতারই নেই। বাংলাদেশে অশান্তি পরিবেশ তৈরির পর থেকেই এদেশে ঢুকতে পশ্চিমবঙ্গের এই সুদীর্ঘ সীমান্তে শরণার্থীদের ভিড় বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আশঙ্কা, শরণার্থীদের ভিড়ে মিশে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে চাইছে বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো ২৭ জন জঙ্গি। এরপরই সীমান্তের ফাঁকা এলাকার নজরদারিতে বাড়তি পদক্ষেপের জন্য বিএসএফকে সতর্ক করেছে অমিত শাহের মন্ত্রক।বিএসএফ সূত্রের খবর, বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো ২৭ জঙ্গির মধ্যে রয়েছে আল কায়েদার কিউআইএসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ইমানুল হক ওরফে আবু তালহা এবং জেএমবির সোহেল মাফুজ। এই তালহা ভারতে আল কায়েদার মডিউল তৈরির অন্যতম কারিগর। অন্যদিকে সোহেলই হল খাগড়াগড় বিস্ফোরণ ও ঢাকার হোলি আর্টিজেন কাফে হামলার অন্যতম অভিযুক্ত।

এছাড়াও বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো জঙ্গিদের তালিকায় রয়েছে তালহার ভারতীয় স্ত্রী জেএমবির নারীশক্তি ইউনিটের ফারিয়া আফরিন। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের বিভিন্ন থানা এলাকায় ১০টির বেশি মামলা রয়েছে তালহা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এছাড়াও জেল ভেঙে পালানো বন্দিদের তালিকায় রয়েছে আনসার আল ইসলামের নিয়ামাতুল্লা (হরিদেবপুরের জঙ্গি মডিউলের মাথা) ও তার দুই শাগরেদ আব্দুল আলিম ও জাকারিয়া মণ্ডলও।

১-ম পাতার পর

কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ব্যতিক্রমী লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ।আমি কার্যত দার্জিলিং পুলিশ এবং জিটিএ আয়োজিত দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টের দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্বোধনও করেছি।" এছাড়াও তিনি বলেন, ক্রিসমাসের উৎসবগুলিকে যোগ করে, আমি এই বিশেষ উপলক্ষকে চিহ্নিত করতে উপস্থিত ডিএম, এসপি এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে রাজ্য জুড়ে ১৪ টি গীর্জা আলোকিত করেছি। এই ঋতু আনন্দ, শান্তি নিয়ে আসুক এবং সর্বশক্তিমান আপনার সকলের উপর তাঁর প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করুক।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশের জঙ্গি জাল এবার বাংলায়

শাদকে সাহায্য করে হরিহরপাড়া থেকে ধৃত দুজন। ধৃত ওই দুজনের মধ্যে একজন পাম্প মিস্ত্রি, অন্য জন ইমাম। তদন্তে প্রচুর জেহাদি পত্র-পত্রিকা, মোবাইল, ডিজিটাল এভিডেন্স মিলেছে। ধৃতদের সঙ্গে বাংলাদেশের ও পাকিস্তান বর্ডার থেকে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে গত কয়েক মাসের লাগাতার কথোপকথনের প্রমাণ মিলেছে। অসম থেকে ধৃত নুর ইসলাম মন্ডল ও মাজিবুর ইতিমধ্যেই অসমে একটি স্লিপাল সেল তৈরি করে ফেলেছিল। যা বাংলাদেশে বসে সরাসরি নিযন্ত্রণ করতো ফারহান ইসরাক। এরাজ্যে স্লিপার সেল তৈরি করতে নুর ও মাজিবুরও একাধিকবার মুর্শিদাবাদে আসে বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। তদন্ত আরও জানা গিয়েছে স্লিপার সেল তৈরি পাশাপাশি এবিটির এই মডিউলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আরএসএসের নেতাদের চিহ্নিত করে হামলা করা, দাঙ্গা বাঁধিয়ে অশান্তি লাগানো।

২ পাতার পর

সংগঠনে শান্তনুর প্রত্যাবর্তন, সপ্তম স্বর্গে প্রাক্তন সাংসদ

ছিল। এমনকি গন্ডগোলের আশঙ্কায় বাউন্সারও ছিলেন। এদিন ভোট গণনার পর দেখা যায়, রাজ্য সম্পাদক পদে শান্তনু সেন পেয়েছেন ৪৩০টি ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক সুকান্ত চক্রবর্তী পেয়েছেন ১১৬টি ভোট। তাঁর দু'জনেই আরজি করের প্রাক্তনী।

আইএমএ রাজ্য শাখার নির্বাচন চলছিল বিগত প্রায় দুই মাস ধরে। এদিন তার গণনা ছিল রাজ্য দফতরে। এই নির্বাচনে মূলত লড়াই ছিল তৃণমূলপন্থী চিকিৎসক প্যানেলের সঙ্গে বামপন্থী ও বিজেপিপন্থীদের। নির্বাচনের সময় জল্পনা ছড়ায়, উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর চিকিৎসকরা ও শান্তনু বিরোধী বলে পরিচিত ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, ডাক্তার সুশান্ত রায়রা বামপন্থী ও বিজেপিদের সমর্থন করেছেন।কিন্তু গণনার পর দেখা গেল, বিপুল ভোটে তৃণমূলপন্থী চিকিৎসকরা জয়ী হলেন। সভাপতি পদে আগামী দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন ডাক্তার সুভাষ চক্রবর্তী ও ডাক্তার চন্দন ঘোষাল। সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন।

এছাড়াও সহসভাপতি পদে হাওড়া প্রশাসক মণ্ডলীর প্রধান ডাক্তার সুজয় চক্রবর্তী, কলকাতা পৌরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর ডাক্তার মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক পদে বারাসতের তৃণমূল কাউন্সিলর ডাক্তার বিবর্তন সাহা, সহকারী সম্পাদক পদে রাজ্য যুব তৃণমূলের সম্পাদক ডাক্তার অনির্বাণ দলুই ও ডাক্তার রাজীব বিশ্বাস এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ডাক্তার অভীক ঘোষ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন।ভোটের পর তৃণমূলপন্থী চিকিৎসকদের বক্তব্য, যে সমস্ত বামপন্থী চিকিৎসকরা তিলোত্তমাকাণ্ডে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের হাওয়া দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সমস্ত চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই আইএমএ দখল করার জন্য নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে গোহারা হেরেছেন। পরাজিত হয়েছেন বামপন্থী প্রার্থী ডাক্তার কাজল বণিক, ডাক্তার সুকান্ত চক্রবর্তী, ডাক্তার পবিত্র গোস্বামী, ডাক্তার সুরজিৎ ঘোষরা। শিলিগুড়ি থেকে বিজেপির যে প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জামানত জব্দ হয়েছে।প্রায় ১৭ হাজার চিকিৎসকের এই সংগঠনের ভোটার সংখ্যা ৭৯৩। এই নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৬৩৩। সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন সম্পাদক পদপ্রার্থী ডাক্তার শান্তনু সেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে শান্তনু সেন দেশের সমস্ত নির্যাতিত ও অত্যাচারিত চিকিৎসকদের এই জয়কে উৎসর্গ করেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, চিকিৎসক ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঘটে চলা গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধে এবং ধর্ষণ ও খুনের ক্ষেত্রে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক কেন্দ্রীয় বিল আনতে হবে এবং এই রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলকে অবিলম্বে কেন্দ্রের অনুমোদন দিতে হবে। তাছাড়া ৯০ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন সিবিআই তিলোত্তমাকাণ্ডে চার্জশিট দিতে পারেনি, সেই ব্যর্থতাকে তুলে ধরে আগামী ২৩ তারিখ আইএমএ রাজ্য শাখা সিবিআই অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছে।

১-ম পাতার পর

তৃণমূলকে ধন্যবাদ বাবাসাহেবের পৌত্রের

রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের প্রশংসা করেন প্রকাশ। তিনি বলেন, "এই ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমি খুশি যে ডেরেকও এই লড়াইয়ের একজন অংশীদার।" প্রসঙ্গত, অম্বেডকরের পৌত্র প্রকাশ বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ীর সভাপতি। মহারাষ্ট্রের অকোলা কেন্দ্র থেকে দু'বার সাংসদ হয়েছিলেন।

২ পাতার পর

ইনফোসিসকে ডিস্টার্ব নয়, শওকতকে 'রিকোয়েস্ট' মমতার

আদেশ। ভাঙড় সংলগ্ন এলাকায় বড়-বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা লগ্নি করছে। আর সেজন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন। শান্তি থাকলেই বিনিয়োগ আসবে বলে দাবি করেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের পর্যবেক্ষক।তবে শুধু একা তাঁকে দায়িত্ব দেননি মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতা পুলিশ এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকেও সমন্বয় বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যে এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার বিনিয়োগ আসছে, সেটা 'সীমান্ত' এলাকা। তাই পুলিশকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। দুই বাহিনীর মধ্যে বজায় রাখতে হবে সমন্বয়। তিনি স্পষ্টভাবে বলন, 'নো ডিস্টার্বনেস, নাথিং। ওদের (ইনফোসিস) অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দিতে হবে।'

'দাদাগিরি' থেকে সিন্ডিকেট-হামেশাই অভিযোগ ওঠে সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বড় 'দুর্নাম' আছে, এখানে এত 'দাদাগিরি' চলে যে ঠিকমতো কাজ করা যায় না। 'দাদাগিরি', সিন্ডিকেটের দাপটে বিনিয়োগ লাটে ওঠার অবস্থা হয়।সেইসঙ্গে নিউ টাউনের ক্যাম্পাসের কাছে 'উত্তেজনাপ্রবণ' ভাঙড়ও অবস্থিত। সেখান থেকে হামেশাই অশান্তির খবর সামনে আসে। সেটার রেশ এসে যাতে ইনফোসিসের উপরে না পড়ে, সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরকম সব ঘটনায় যোগ থাকার অভিযোগ তোলেন বিরোধী নেতারা, তাঁকেই 'গুরুদায়িত্ব' দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 'সঠিক রাস্তায়' ফেরানোর চেষ্টা করেছেন বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

২ পাতার পর

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও বাংলাদেশের উদ্দ্যেশ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তির বার্তায় বাউল গানে সচেতন বীরভূমের রামপুরহাট থেকে তারাপিঠে স্বপন দত্ত বাউল

সাধুসন্ত রা সকলেই মুগ্ধ আশির্বাদ করেন প্রতিবাদী শিল্পী সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল কে । সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ড;স্বপন দত্ত বাউল বলেন হিন্দুদের উপর অত্যাচার ছাড়াও কোথাও কোনো যত সংখ্যা লঘুরা আছে তাদের উপর অত্যাচার যেন না করা হয়। অর্থাৎ সকল সংঘালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন যেন কেউ কখনো না করে। যেকোনো সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করে শান্তির ভঙ্গ করবেন না । ধর্মের ভেদাভেদ জাত পাতের গোঁড়ামি ভুলে বুঝতে হবে পৃথিবীতে আমাদের একজনই মা একজনই বাবা । আমাদের একই বিজে জন্ম বলেছেন ফকির লালন । ভাবতে হবে আমরা সকলে ভাই ভাই দেখবে কোনো সমস্যা বিভেদ নাই। তারাপীঠের সাধুরা বলেন নিঃস্বার্থ স্বপন বাউল তুমি এগিয়ে চলো তুমি জয়ী হও।

দেখানো হচ্ছে অশ্লীল কনটেন্ট, ১৮টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্লক করল কেন্দ্র, কারা সেই তালিকায়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগান জানান সিরিজে অশ্লীল বিষয়বস্তু তুলে ধরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বছর ১৮টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ভারতে নিষিদ্ধ করেছে।

শিবসেনা-ইউবিটি সদস্য অনিল দেশাইয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে এল মুরুগান এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে জানান।এল মুরুগানের কথা অনুসারে, ইউটিউব নিউজ চ্যানেল 'বোলতা হিন্দুস্তান' এবং 'ন্যাশনাল দস্তক' -সহ ডিজিটাল মিডিয়ায় সংবাদ এবং বর্তমান বিষয়গুলির প্রকাশকরা আইটি রুলস, ২০২১-এর বিধানের আওতাভুক্ত, যার তৃতীয় অংশে তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ (আইটি অ্যাক্ট, ২০০০)। তিনি বলেন, এই বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, ভারতের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে বা এ জাতীয় কোনও আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রতিরোধের স্বার্থে কোনও

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

উত্তেজনা সিউড়িতে

সেই ঘটনা জানতে পারলেও কাউকে জানাননি। শুক্রবার সকালে তিনি মন্দিরে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। মন্দিরের পুরোহিত মনোজ দাস বলেন, "বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ খবর পাই। তবে কাউকে কিছু বলিনি। আজ সকালে মন্দিরে যাওয়ার পর সবাই বিষয়টি জানে। "প্রশাসনের তৎপরতাই এলাকায় শান্তি ফিরে আসে।পুনরায় ইন্দ্র গাছা গ্রামের ভক্তবৃন্দ নতুন ভাবে বজরং বালী মূর্তি ও মন্দিরের কাজ শুরু করেন এবং সুন্দর ভাবেই তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়।

২ পাতার পর

ক্ষমা কর হজরত'. যে দেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত, সেখানে পা রাখবে না নজরুলের পরিবার

হচ্ছে, তাতে উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত কাজী নজরুল ইসলামের পরিবার। কবির ভিটেমাটি থেকে সংগ্রহশালা সব রয়েছে এই গ্রামে। এখানেই রয়েছে কবি পত্নী প্রমীলাদেবীর সমাধিস্থল। গ্রাম জুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর দেশ প্রেমের বার্তার আঁকিবুকি। সেই চুরুলিয়া গ্রামে সারা বছর জুড়েই আনাগোনা চলে বাংলাদেশের নজরুল গবেষকদের। কিন্তু বাংলাদেশের এই হিংসার বাতাবরণে তাঁরাও মাস তিনেক আসেননি।কবির ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী রেজাউল করিম জানিয়েছেন, যদি প্রতিবাদের ডাক আসে তবেই বাংলাদেশে গিয়ে ইউনূস সরকারের বিরোধিতায় পথে নামবেন তাঁরা। নাহলে যাবেন না বাংলাদেশে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল চেয়েছিলেন দুই বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে। কিন্ত আজ যা হচ্ছে তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই বলেই মন্তব্য করেন কবির নাতনি সোনালি কাজি। তাঁর বক্তব্য, এই বাংলাদেশ দেখতে চাননি নজরুল।

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র আরও বলেন, নজরুল আজ বেঁচে থাকলে তিনি বাংলাদেশের দেওয়া জাতীয় কবির সম্মান ফিরিয়ে দিতেন। কবির স্মৃতিসৌধ থাকলেও সে দেশে আর যেতে চান না তিনি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ০৪ পৌষ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

দেখানো হচ্ছে অশ্লীল কনটেন্ট, ১৮টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্লক করল কেন্দ্র, কারা সেই তালিকায়?

সরকারী সংস্থা বা মধ্যস্থতাকারীকে বিষয়বস্তু ব্লক করার নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।তাঁর কথায়, ২০২১ সালে আইন করে দেশে পর্নোগ্রাফির প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। অশ্লীল বা পর্নোগ্রাফি মূলক বিষয়বস্তু প্রদর্শন বা ছড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কতগুলি বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়েছিল।

ডিজিটাল মিডিয়ায় সংবাদ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রকাশক এবং অনলাইন কিউরেটেড কনটেন্ট (ওটিটি প্ল্যাটফর্ম) প্রকাশকদের জন্য কিছু নৈতিকতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছিল ওই আইনে।

এল মুরুগান এই প্রসঙ্গে বলেন, 'তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এই বিধানগুলির অধীনে অশ্লীল এবং কিছু ক্ষেত্রে অশালীন বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য ১৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ১৮ টি ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে ব্লক করা হয়েছিল।

তাছাড়াও এল মুরুগান ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম প্রসঙ্গে জানান যে, ডিজিটাল সংবাদ প্রকাশকদের জন্য নৈতিকতা কোড অনুসারে এই জাতীয় প্রকাশকদের প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার 'সাংবাদিকতার আচরণের নিয়ম' মেনে চলতে হবে। কেবল টেলিভিশন (নেটওয়ার্ক রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৫) এর অধীনে প্রোগ্রাম কোড।

সম্পাদকীয়

চাকরি বাতিল মামলায় যোগ্য-অযোগ্য বাছাই না হলে বাতিল পুরো প্যানেল

বৃহস্পতিবার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে হওয়া এই শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য, এসএসসি। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। প্রথম দফায় শুনানির পর মাঝে বিরতি হয় ।শুনানির একটি পর্বে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী বলেন, 'দেশে এমন কোনও রাজ্য নেই, যেখানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সমস্যা হয়নি। তবে এটায় উৎসাহ দিচ্ছি না।' তার পরেই খানিক সংশয়ের সুরেই প্রধান বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, তিনি জানেন না 'ডাল মে কালা হ্যায়, ইয়া সব কুছ হি কালা হ্যায়। (কিছু গন্ডগোল আছে, না কি পুরোটাই গন্ডগোল)।'

জানুয়ারি মাসে চাকরি বাতিল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।দ্বিতীয় দফায় ফের শুরু হয় শুনানি। সেই শুনানি এখনও চলছে। কলকাতা হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করা হবে, না কি যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের আলাদা করার নির্দেশ দেবে শীর্ষ আদালত, তা জানতে উদ্‌গ্রীব সকলেই।

বৃহস্পতিবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত মূলত যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করার উপরে জোর দিয়েছে। সম্ভাব্য কোন উপায়ে তা করা যায়, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে। তবে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না-গেলে পুরো প্যানেল বাতিল বাতিল করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না-গেলে পুরো প্যানেল বাতিল বাতিল করতে হবে।' এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে জানুয়ারি মাসে।শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বলেন, "নম্বরে কারচুপি হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে।' তার পরেই তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করতে রাজ্যের সম্মতি রয়েছে কি না। রাজ্যের আইনজীবী জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাইয়ে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর সংযোজন, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য দিয়েছে।

এসএসসির আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ তালিকায় থাকা যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করা সম্ভব। তার পরেই এসএসসির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, 'আমাকে বোঝান, কেন হাই কোর্ট বলল (যোগ্য-অযোগ্য) আলাদা করা সম্ভব নয়?'বৃহস্পতিবারের শুনানিতে 'সুপারনিউমেরারি' পোস্ট নিয়ে সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য। প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'অযোগ্যদের খুঁজে বার না-করে সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করলেন। ওই সময় কেন এটা করলেন? আপনারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হবে না।' রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কোনও নিয়োগ করা হয়নি। হাই কোর্টের অনুমতি ছাড়া নিয়োগ করা যেত না।' প্রসঙ্গত, এসএসসিতে নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরারি পদ) তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। অভিযোগ, ওই সমস্ত শূন্যপদে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

এসএসসি-র আইনজীবী শীর্ষ আদালতে বলেন, '২৬ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিছু নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু পুরো নিয়োগে নয়। ধাপে ধাপে পরীক্ষা হয়েছে। তাই সব ওএমআর শিট সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব ছিল না। ২০২১ সাল পর্যন্ত কোনও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়নি।' কিন্তু এসএসসির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি প্রধান বিচারপতি। তিনি এসএসসির উদ্দেশে বলেন, 'অন্যের হাতে তথ্য তুলে দিলেন। নিজেদের হাতে রাখলেন না? কী ভাবে এটা করতে পারলেন? আপনারাও কারচুপি করেছেন। পঙ্কজ বনসল যে কারচুপি করেছেন তা জানা গিয়েছে। সমস্যা আপনাদের নিয়ে।' একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কোন কোন ওএমআর শিটের তথ্য ক্যাপচার করা হয়েছে সেটা দেখে দুপুর ২টোর মধ্যে জানান।'শুনানির একটি পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল কি না, নষ্ট করলেও তা কত দিনের মধ্যে করার নিয়ম রয়েছে। রাজ্য জানায়, এক বছর পরে ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়। রাজ্য আরও জানায়, ওএমআর শিটের 'মিরর ইমেজ' সংরক্ষণ করে রেখেছে এসএসসি। তার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'সাধারণ ভাবে এটা সঠিক নয়।' একই সঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, 'কেউ ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করে রাখেনি। এসএসসি করেনি। তারা দায়িত্ব দিয়েছিল নাইসাকে। তারাও করেনি। নাইসা আবার স্ক্যানটেককে দায়িত্ব দেয়। তারাও সংরক্ষণ করেনি। স্ক্যানটেক স্ক্যান করেই ছেড়ে দিয়েছিল।'

যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করতে মেটা ডেটা খুঁজে বার করতে হবে বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'তা না হলে আমরা যোগ্য এবং অযোগ্য তালিকা বাছাই করতে পারব না।' একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সঠিক বিষয় হল এসএসসি মিরর ইমেজ রাখেনি। আসল কপি নেই। প্রমাণ বলতে শুধুমাত্র স্ক্যান কপি রয়েছে। আবার তার সঙ্গে এসএসসির বসানো নম্বরের মিল নেই। এমনকি স্ক্যানিং-এ অনিয়ম করা হয়েছে।'এসএসসিকে দুষে রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'কোনও টেন্ডার ছাড়াই নাইসাকে দায়িত্ব দিয়েছিল এসএসসি। তারা কেন এমন করল স্পষ্ট নয়।' প্রধান বিচারপতি বলেন, 'অনেক কিছু গোপন করা হয়েছে। একটা জিনিস পরিষ্কার, আসল এবং স্ক্যান ওএমআর শিট একই নয়।'শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'সিবিআই তদন্ত করে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেআইনি নিয়োগ পেয়েছে। তা হলে কেন পুরো ২৪ হাজার নিয়োগ বাতিল করা হল? এটা মাথায় রাখা দরকার, মূল মামলা দায়ের হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ২-৩ বছর পরে।'গত ২২ এপ্রিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করে। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

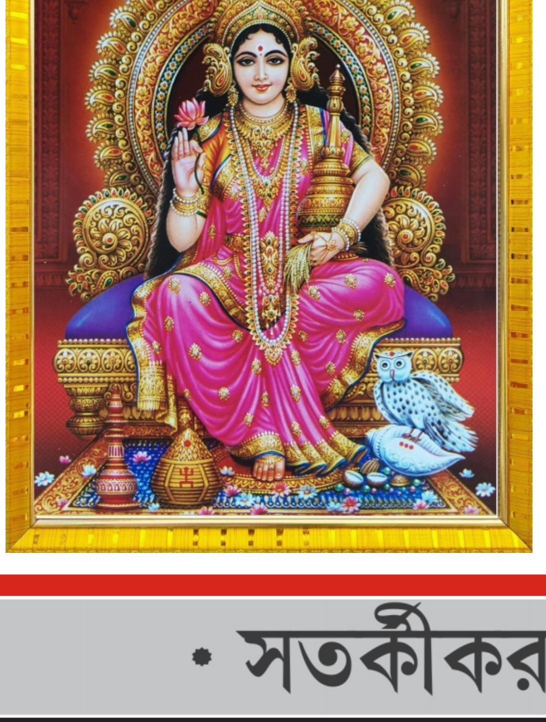

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

৩৩) হরিবল্লভী, ৩৪) অশোকা , ৩৫) অমৃতা, ৩৬) দীপ্তা, ৩৭) লোকাশোকবিনাশিনী, ৩৮) ধর্মনিলয়া, ৩৯) করুণা, ৪০) লোকমাতা, ৪১) পদ্মপ্রিয়া, ৪২) পদ্মহস্তা, ৪৩) পদ্মাক্ষী , ৪৪) পদ্মসুন্দরী, ৪৫) পদ্মভবা, ৪৬) পদ্মমুখী, ৪৭) পদ্মনাভপ্রিয়া, ৪৮) রমা, ৪৯) পদ্মমালাধরা, ৫০) দেবী, ৫১) পদ্মিনী, ৫২) পদ্মগন্ধিণী, ৫৩) পুণ্যগন্ধা, ৫৪) সুপ্রসন্না, ৫৫) শশীমুখী, ৫৬) প্রভা, ৫৭) চন্দ্রবদনা, ৫৮) চন্দ্রা, ৫৯) চন্দ্রাসহোদরী, ৬০) চতুর্ভুজা,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সাতাশতম পর্ব)

বৈষ্ণব প্রভাবেই এসেছেন এমন ভাবার দরকার নেই। লক্ষ্য করা যায় তিনি ডান হাতে অভয় দেন এবং বাম হাতে নরকপাল।

"বজ্রশৃঙ্খলা।। বজ্রশৃঙ্খলা হরিদ্বর্ণা ও অমোঘসিদ্ধি সম্ভূতা। ইঁহার মুখ তিনটি এবং হাত আটটি। ইনি ললিতাসনে পদ্মোপরি বসিয়া থাকেন। ইঁহার মূল মুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ মুখ কপিলবর্ণ এবং বামমুখ রক্তবর্ণ। দক্ষিণ করচতুষ্টয়ে অভয়মুদ্রা, বজ্র, বজ্রশৃঙ্খলা ও শর ধারণ করেন, বাম করচতুষ্টয়ে দেবী

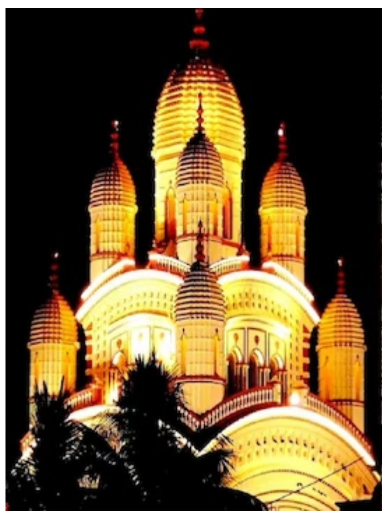

রক্তপূর্ণ কপাল, তর্জনী, পাশ ও ধনু ধারণ করেন। অগ্নি শিখার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত কেশরাজির উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর উত্তরীয় মার্জারচর্মে নির্মিত। শৃঙ্খলা এই দেবীর পরিচয় চিহ্ন।

বজ্রগান্ধারী।। বজ্রগান্ধারী কৃষ্ণবর্ণা, ষণ্মুখা, দ্বাদশভুজা, ভয়ঙ্কর দর্শনা। ইনি প্রত্যালীঢ়পদা, দ্রংষ্টা করাল বদনা, উর্দ্ধ পিঙ্গল কেশী। ছয়টি দক্ষিণ করে বজ্র, বজ্রঘণ্টা, খড়্গ, ত্রিশূল, বাণ ও চক্র ধারণ করেন। ছয়টি বামহস্তে দেবী খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, ধনু, পরশু, পাশ এবং হৃৎ প্রদেশে তর্জনী ধারণ করেন" (বিনয়তোষ ৬৩-৬৪)। বজ্রযান দেবসঙ্ঘে পঞ্চবর্ণের তারা আছেন, বিনয়তোষ জানান। শুক্লতারা, হরিততারা, পীততারা, নীলতারা ও রক্তভারা। এর মধ্যে পীততারার একটি রূপ প্রসন্নতারা আমরা আগে দেখেছি। রক্ততারার একটি রূপ কুরুকুল্লা, তাঁকেও আমরা এখন চিনি। নীলতারা দুজনঃ একজটা ও মহাচীনতারা, তাঁদেরও দেখেছি। বিনয়তোষের বই থেকে নীলতারা অংশটা রইলঃ "নীলতারা।। নীলবর্ণের তারা নামে দুইজন দেবীকে পাওয়া যায়। একটি একজটা ও অপরটি মহাচীন তারা। একজটার অনেকগুলি নীলমূর্তি আছে তাহার ভিতর বিদ্যুজ্জ্বালা-করালীর বারটি মুখ ও চব্বিশটি হাত আছে। দ্বিতীয় মহাচীন তারা একমুখা, চতুর্ভুজা। শববাহনা এবং ভয়ঙ্কর দর্শনা" (৭১)।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দরিদ্র জনগণকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের সব থেকে বড় লক্ষ্য এবং সংকল্প: প্রধানমন্ত্রী

শেষ পর্ব

ভাবনা যা তিনি লোকসভার সামনে রাখতে চান। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, দেশের তরুণদের আকৃষ্ট করতে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং দেশের তরুণদের উন্নতির জন্য সব রাজনৈতিক দলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। তরুণদের রাজনীতিতে যুক্ত করা দেশের গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন । এমন এক লক্ষ তরুণকে দেশের রাজনীতিতে আনতে হবে, যাদের পরিবারের কেউ রাজনিতির সঙ্গে যুক্ত নন। দেশের জন্য নতুন শক্তি এবং তরুণদের প্রয়োজন, যারা নতুন সংকল্প এবং স্বপ্ন নিয়ে আসবেন। লাল কেল্লা থেকে সংবিধানের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন সংবিধান নাগরিকদের অধিকার নির্ধারণ করলেও , নাগরিকদের কাছ থেকে কর্তব্যপালনও আশা করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর অভাব দেখা যায়। আমাদের সভ্যতার সারাংশ হল ধর্মর পথ অনুসরণ করা এবং কর্তব্যপালন করা। মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন, গান্ধীজী বলেছিলেন, তাঁর মা অশিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু শেখা মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন যে আমরা কীভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করি সেটি তার মায়ের কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন। গান্ধীজীর বক্তব্য অনুসারে যদি আমরা আমাদের মৌলিক কর্তব্যগুলি মেনে চলি তাহলে উন্নত ভারত গড়া থেকে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তিতে আমাদের কর্তব্য পালনে আমরা আরো দায়বদ্ধ হব, দেশের উন্নতিতে শামিল হব, সেই অঙ্গীকার আমাদের করতে হবে, এটিই সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ভবিষ্যতের জন্য সংবিধানের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সংসদের কাছে ১১টি প্রস্তাব পেশ করতে চান। প্রথম প্রস্তাব হলো, নাগরিক হোক বা সরকার, প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভাবনায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সব ধরণের সুফল পেতে হবে । তৃতীয় প্রস্তাব হলো, দুর্নীতির প্রশ্নে আপোষহীন হতে হবে, দুর্নীতিগ্রস্তদের সামাজিকভাবে অগ্রাহ্য করতে হবে। চতুর্থ প্রস্তাব হলো, দেশের নাগরিকদের দেশের আইন, দেশের নিয়মকানুন, দেশের ঐতিহ্যকে গর্বের সঙ্গে মেনে চলতে হবে। পঞ্চম সংকল্প দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি, দেশের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত হতে হবে। ষষ্ঠ প্রস্তাব হলো, দেশের রাজনীতিকে স্বজনপ্রীতির সমস্যা থেকে মুক্ত করতে হবে। সপ্তম প্রস্তাব, সংবিধানকে সম্মান করতে হবে, সংবিধানকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে নয়। অষ্টম প্রস্তাব , সংবিধানের চেতনা অনুসারে যারা সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন, তাদের সেই সুবিধা দেওয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। নবম প্রস্তাব, মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে ভারত বিশ্বের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠুক। দশম প্রস্তাব, রাষ্ট্রের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির উন্নয়ন, এটিই হোক আমাদের উন্নয়নের মন্ত্র। একাদশ প্রস্তাব, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যদি সকলে মিলে এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করার সংকল্প নিয়ে যদি এগিয়ে যাই তাহলে সকলের উদ্যোগে আমরা উন্নত ভারত গঠনের স্বপ্ন পূরণ করতে পারব। যখন ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্ন পূরণ হয় এবং দেশ এই সব সংকল্প নিয়ে এগোতে শুরু করে, তখন অর্জিত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বলেন ১৪০ কোটি দেশবাসীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং তাদের শক্তিতে আস্থা রয়েছে, দেশের যুব শক্তি, দেশের নারী শক্তির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তাঁর ভাষণের শেষে শ্রী মোদী বলেন, ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদযাপন করবে, তখন আমরা উন্নত ভারতের নাগরিক হিসেবে সেই উদযাপন করব ,এই সংকল্প নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ।

সীমান্তে তুমুল লড়াই, ৮০ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে! উদ্বিগ্ন ইউনুস সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গৃহযুদ্ধে জ্বলছে মায়ানমার। এই সংঘাতের আঁচ লেগেছে পড়শি দেশগুলোতে। বাংলাদেশ সীমান্তে মায়ানমারের অন্যতম বড় শহর মংড়ু দখল করেছে বিদ্রোহীরা। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শয়ে শয়ে রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছেন। নতুন করে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন প্রায় ৮০ হাজার রোহিঙ্গা।বলে রাখা ভালো, ২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমার সেনাবাহিনীর 'গণহত্যা' ও 'নিপীড়নে'র মুখে দেশটি থেকে প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সবমিলিয়ে মিলিয়ে এখন ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজারে বসবাস করছে। এছাড়া হিংসা, মানবপাচার এবং মাদক কারবারের কারণে ভয়ানক হয়ে উঠেছে সেদেশের একাধিক রোহিঙ্গা শিবিরের পরিস্থিতি। যা নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়েছে তৎকালীন হাসিনা সরকারকে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে উত্তপ্ত মায়ানমার। ঢল নামছে রোহিঙ্গাদের। যা নিয়ে এখন চিন্তিত ইউনুস সরকার। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। মিশরে ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস।

জানা গিয়েছে, ডি-৮ সামিটে যোগ দিতে বুধবার কায়রোতে যান ইউনুস। মায়ানমার তথা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ড. জামব্রি আবদুল কাদিরের সঙ্গে আলোচনা করেন। বৈঠকে ইউনুস জানান, গত কয়েক মাসে ৮০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে রাখাইন রাজ্যের বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবিও জানান। রোহিঙ্গা ইস্যুতে পদক্ষেপ করার পাশাপাশি দুদেশের সম্পর্ক মজবুত করার আহ্বান জানান আবদুল কাদির।

উল্লেখ্য, মায়ানমারে বার্মিজ সেনার সঙ্গে লড়াই চলছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের। যার মধ্যে অন্যতম আরাকান আর্মি। পৃথক আরাকান দেশ গড়তে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। কয়েকদিন আগেই আরাকান আর্মির মুখপাত্র খাইং থুকা সংবাদ সংস্থা এপিকে জানান, কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মংড়ু শহরের সেনাঘাঁটি দখল করে নেওয়া হয়েছে। ফলে ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতেই। জানা গিয়েছে, ওই সেনাঘাঁটির কমান্ডার ব্রিগ যেন থুরেন তুনকে পালানোর সময় বন্দি বানিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু মংড়ুর পরিস্থিতি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে দেশের জুন্টা সরকার। এখনই কোনও মন্তব্য করতে রাজি নয় তারা। বলে রাখা ভালো, মায়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ের ৪০০ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত মংড়ুর উপর গত জুন মাস থেকে নজর ছিল আরাকান আর্মির। এছাড়া চলতি বছরের শুরুতেই সেনাকে কোণঠাসা করে সীমান্তবর্তী দুই গ্রাম দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা।

সিনেমার খবর

স্বামীর সঙ্গে কেন কাজ করতে নারাজ বিদ্যা বালান?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ব্যক্তিগত জীবন ক্যামেরার আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন বিদ্যা বালান। প্রযোজক সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের সঙ্গে দাম্পত্যের এক যুগ কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। বেশ কয়েক বছর প্রেমপর্বের পরে ২০১২ সালে ১৪ ডিসেম্বর বিয়ে সারেন তারা। পেশাগত দিক থেকে একই ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও স্বামীর সঙ্গে কাজ করতে নারাজ অভিনেত্রী। এক সময় প্রকাশ্যে এমনই জানিয়েছিলেন বিদ্যা বালান। কিন্তু কেন?

অভিনেত্রীর মতে, পেশাগত ও ব্যক্তিগত দিক সব সময় পৃথক রাখা উচিত। সম্পর্কে যেমন পেশার প্রভাব পড়া উচিত নয়, ঠিক তেমনই ব্যক্তিগত সমীকরণের জেরে পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মুশকিল। আরও একটি ব্যাখ্যা রয়েছে অভিনেত্রীর। অন্য পরিচালক বা প্রযোজকদের সঙ্গে পেশাদারের মতো করেই মত আদান-প্রদান করতে পারেন বিদ্যা। সে ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অসুবিধা হলে সরাসরি বলতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের সঙ্গে সেই সহজ কথপোকথন হবে না বলেই জানান অভিনেত্রী। সেখানে পেশাদারিত্ব ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত সমীকরণ প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিশেষত পারিশ্রমিক নিয়ে মধ্যস্থতা করতে পারবেন না নিজের স্বামীর সঙ্গে। বিদ্যার কথায়, "সিদ্ধার্থের সঙ্গে যেহেতু আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আমার মনে হবে ওর সঙ্গে লড়াই করতে পারি। যা বলছি তা নিয়ে জোর করতে পারব।"

তাছাড়া, বিদ্যা বালান এ-ও জানিয়েছিলেন, তার ও সিদ্ধার্থের মধ্যে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হয়। পেশার কারণে নিজেদের মধ্যে বাড়তি দ্বন্দ্ব তৈরি করতে চান না দু'জনের কেউই। এমনও হয়েছে, বাড়িতে অশান্তি এড়াতে কিছু চিত্রনাট্য ছেড়েও দিতে হয়েছে তাদের। ব্যক্তিগত সম্পর্ক তার কাছে মূল্যবান, তাই সচেতনভাবেই স্বামীর সঙ্গে কাজ করা এড়িয়ে যান অভিনেত্রী। অতীতে 'ঘনচক্কর' ছবিতে সিদ্ধার্থের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, যে অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর ছিল না। সেই সময় কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন বলেও জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। পরে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে অভিনেত্রীকে আশ্বস্ত করা হয় যে, বিদ্যার কাজের সময় সিদ্ধার্থ থাকবেন না সেটে।

জন্মদিনেও বিস্ফোরক স্বস্তিকা

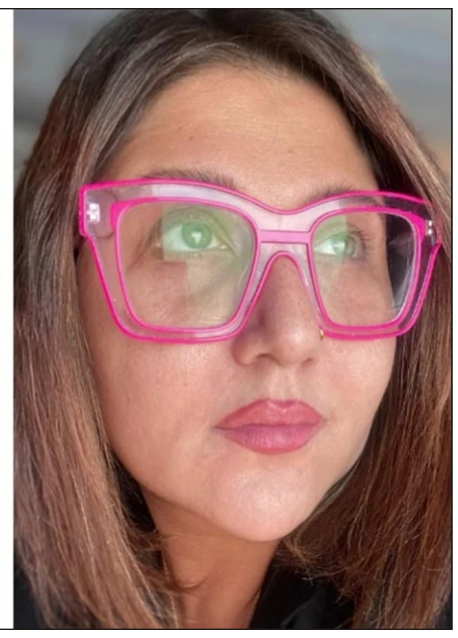

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

স্পষ্টবাদী হিসেবে তার নামডাক আছে। বরাবরই নিজের মতামত হোক বা আবেগ, কোনও কিছুই প্রকাশ করতে আড়ষ্ট বোধ করেননি। 'মেয়েদের বয়স বলতে নেই' এমন প্রবাদকেও যে তোয়াক্কা করেন না, তা আরও এক বার বুঝিয়ে দিলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। ১৩ ডিসেম্বর ৪৪ বছরে পা রাখলেন অভিনেত্রী। নিজেকেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পোস্ট করলেন তিনি।

প্রসাধনী বলতে লিপস্টিক মাত্র। সঙ্গে বড় ফ্রেমের গোলাপি চশমা। চুলে উঁকি দিচ্ছে ধূসর ছায়া। তাই স্বস্তিকা লিখেছেন, "হে প্রিয়, তোমাকে ৪৪তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা। এক সময় যে ধূসর রং দেখে তুমি ভয় পেতে, আজ সেই রং রুপোর থেকেও উজ্জ্বল। তুমি হয়তো বলবে, এই চোখ দুটো ক্লান্ত। আমি ওই দু'চোখে অভিজ্ঞতা দেখতে পাই। চোখের নীচে কালি নয়, আমি সাফল্য দেখি।"

নির্দিষ্ট বয়সের পরে প্রত্যেকের চেহারায় আসে নানা পরিবর্তন। তবে এই পরিবর্তন আগলে নিতে ও ভালবাসতে জানতে হয়। স্বস্তিকা বরাবরই নিজেকে ভালবাসার কথা বলে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তার অনুরাগীদের। বয়সের সঙ্গে মুখে তৈরি হওয়া বলিরেখাকেও ভালোবাসার কথা বলেছেন তিনি। অভিনেত্রী তার পোস্টে নিজেকেই নিজে লিখেছেন, "তুমি বলো বলিরেখা। আমি দেখি একজন সম্পূর্ণ নারীকে। আমি একজন শিল্পী, মা ও বন্ধুকে দেখতে পাই তোমার মধ্যে। তুমি তোমার মতোই থাকো- দয়ালু, আন্তরিক, স্বচ্ছ ও সৎ। পৃথিবী তোমার সঙ্গে যেমনই হোক, তুমি যেন এমনই থাকো।"

এই পৃথিবীতে দিনের শেষে প্রত্যেকে একা। তাই নিজেকে ভালোবাসার বিকল্প আর কিছু নেই। সেই বার্তাই রয়েছে স্বস্তিকার পোস্টে। তাই নিজেকেই জন্মদিনে অভিনেত্রী বলেছেন, "মনে রেখো, আমি তোমার সঙ্গে সব সময় আছি। তুমি না থাকলেও, আমি থাকব। শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। নিজের মাধুর্যের সঙ্গে আরও এগিয়ে যাও।"

'সুখবর' নিয়ে মুখ খুললেন সোনাক্ষী

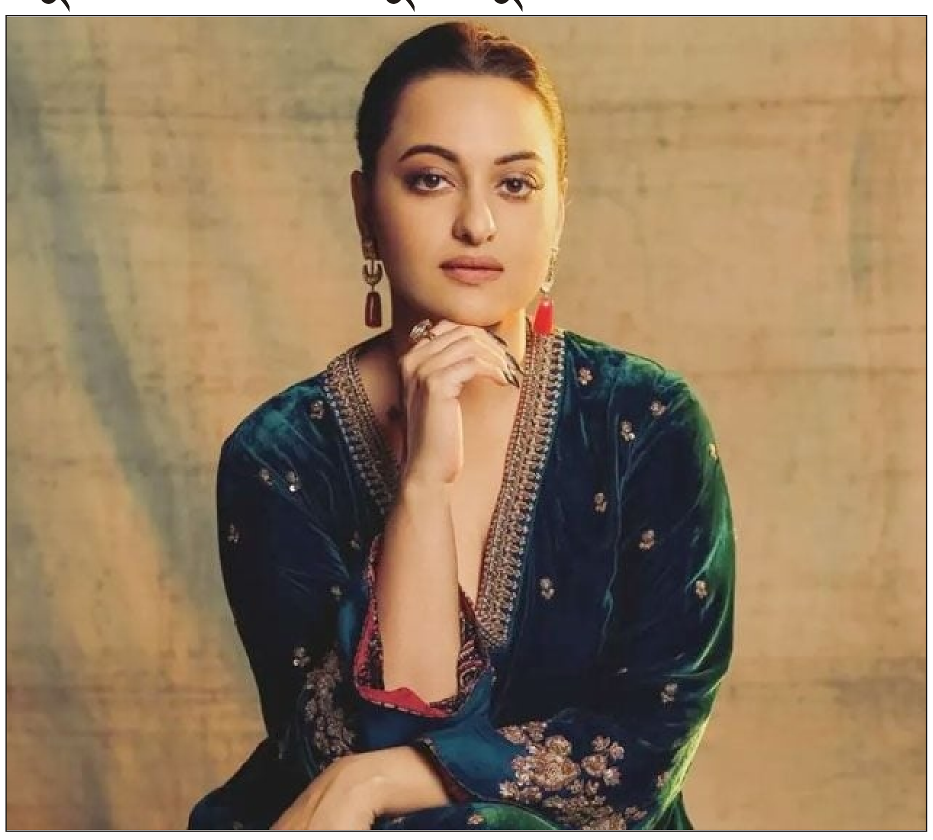

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

চলতি বছর জুন মাসে বিয়ে করেছেন সোনাক্ষী সিন্হা ও জহির ইকবাল। বিয়ের পরেই ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় ধরা পড়েছিলেন ছবিশিকারিদের ক্যামেরায়। তখনই গুঞ্জন ছড়ায় সোনাক্ষী নাকি অন্তঃসত্ত্বা! সেই নিয়ে চর্চাও হয় বিস্তর। তারপর ফের এক অনুষ্ঠানে দম্পতিকে দেখা যায় অদিতি রাও হায়দারি ও তার স্বামী সিদ্ধার্থর সঙ্গে। সেখানেও সোনাক্ষীকে দেখা যায় ঈষৎ পৃথুল চেহারায়। ফলে আরো একপ্রস্ত আলোচনা শুরু হয় তার আসন্ন মাতৃত্ব নিয়ে। এবার সেই গুঞ্জন নিয়ে নিজেই মুখ খুললেন অভিনেত্রী। তিনি বললেন, আমি কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নই। আমি আসলে মোটা হয়ে গিয়েছি। বিয়ের পরে, নবদম্পতির কাছে আসতেই থাকে একের পর এক নিমন্ত্রণ। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব লেগেই থাকে। সোনাক্ষী-জহিরও কি বিয়ের পর এমন আমান্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন?

প্রশ্নের উত্তরে সোনাক্ষী বলেন, হ্যা এমন বহু আমন্ত্রণ এসেছে। আর এখানেই আমি বলতে চাই, আমি কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা নই। আমি আসলে মোটা হয়ে গিয়েছি। এই তো কিছু দিন আগে আমাদের হঠাৎ একজন শুভেচ্ছা জানালেন। আরে! আমরা কি নিজেদের বিয়ের এই সফরটা একটু উপভোগও করতে পারব না?

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহির মজা করে বলেন, শুভেচ্ছা জানানোর পরের দিনই সোনাক্ষী ডায়েট মেনে চলতে শুরু করেছে। সোনাক্ষী আরো বলেন, বিয়ের পরে কয়েকটা মাস হয়েছে। আমরা সত্যিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই নিয়েই ব্যস্ততা চলছে। আমরা উপভোগ করছি। লোকজনও আমাদের মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছেন। ফের জহির মজা করে বলেন, আমরা আমাদের পোষ্য সারমেয়র সঙ্গে একটা ছবি দিয়েছিলাম। সেটা দেখেও কয়েক জন বলতে লাগলেন, সোনাক্ষী অন্তঃসত্ত্বা। অভিনেত্রীর কথায়, লোকজন পাগল হয়ে গিয়েছে। বিয়ের আগে টানা সাত বছর সম্পর্কে ছিলেন সোনাক্ষী ও জহির। ২৩ জুন বসেছিল তাঁদের বিয়ের আসর। তবে বিয়েতে ছিল না কোনো ধর্মীয় আচার। ঘরোয়া আবহেই বিয়ে সেরেছিলেন দু'জনে। পরে বিলাসবহুল রেস্তঁরায় আয়োজন করা হয়েছিল প্রীতিভোজের।

ফের মা হলেন কোয়েল মল্লিক

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

দ্বিতীয়বারের মতো সন্তানের মা হলেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা কোয়েল মল্লিক। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে সুখবরটি ভাগ করে নেন নায়িকা ও তার প্রযোজক স্বামী নিসপাল সিং রানে। এর আগে, দুর্গাপূজার সময় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আনেন কোয়েল মল্লিক। তখন থেকে মল্লিক-রানে পরিবারের মধ্যে শুরু হতে থাকে অধীর অপেক্ষা। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল, ঘর আলো করে কোয়েলের কোলে এলো এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। কোয়েল ও সদ্যোজাত দু'জনেই সুস্থ আছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কন্যা সন্তানের আগমনের খবর জানিয়ে একটি পোস্টকার্ড শেয়ার করেছেন কোয়েল। সেখানে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'আমরা আশীর্বাদধন্য আমাদের কন্যাকে পেয়ে।' অভিনেত্রীর ওই পোস্টে শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন তারকা থেকে নেটিজেনরাও। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম সন্তান কবীরের জন্ম দেন অভিনেত্রী কোয়েল। এর আগে, ২০১৩ সালে প্রযোজক স্বামী নিসপাল সিং রানেকে বিয়ে করেন এই অভিনেত্রী।

নুসরাতের সাথে বিচ্ছেদ: এবার যে নায়িকার সঙ্গে প্রেম নিখিলের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

চুটিয়ে প্রেম করছেন নুসরাত জাহানের প্রাক্তন স্বামী নিখিল জৈন ও অভিনেত্রী সৌরসেনী। গত বছর থেকেই তাদের প্রেমের গুঞ্জন চলছিল। বহুদিন নিজেদের সম্পর্ককে গোপনে রাখার পর অবশেষে নিখিলের জন্মদিনে নিজেদের সম্পর্ককে সিলমোহর দিলেন দু'জন। নিখিলের সঙ্গে তার বন্ধুর আংটিবদল অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে শুরু করে একসঙ্গে শহরের রাস্তায় ড্রাইভ, সব জায়গাতেই সঙ্গী সৌরসেনী। ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলেই শোনা যায়, নিখিল জৈনের সঙ্গে নাকি প্রেম করছেন সৌরসেনী। তবে সেই খবর নিয়ে মুখ খোলেননি তারা কেউই। সৌরসেনীর সঙ্গে নিখিলের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এখন মনের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেই চুটিয়ে প্রেম করছেন সৌরসেনী। নিখিলের জন্মদিনে অভিনেত্রীর পোস্টে সেই আভাস মিলেছিল। এবার সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি নিখিলের এক বান্ধবীর আংটিবদল অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গেছে নিখিল ও সৌরসেনীকে। শুধু তাই নয়, নিখিলের সঙ্গে পার্টিও করছেন অভিনেত্রী। শহরের রাস্তায় নিখিলের লাল রঙের বিলাসবহুল গাড়িতেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে। সব মিলিয়ে সৌরসেনীর সঙ্গে নিখিলের প্রেম দারুণভাবে জমে উঠেছে। সৌরসেনী নিখিলের জন্মদিনে একাধিক ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'এমনই ঝগড়া আর মান ভাঙানোর পালা চলতে থাকুক। শুভ জন্মদিন এনজে।'

এরপর থেকেই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে নিখিল জৈন আর সৌরসেনীকে। এর আগেও একসঙ্গে ইডেনে খেলাও দেখতে গিয়েছিলেন দু'জন। ২০১৯ নুসরাত জাহানের সঙ্গে বোদরুমে স্বপ্নের বিবাহ সেরেছিলেন নিখিল জৈন। তাদের সেই বিয়ের সাক্ষী ছিল গোটা দুনিয়া। তবে বিয়ের বছর না ঘুরতেই ছন্দপতন। ভেঙে যায় নুসরাত ও নিখিলের সংসার। তাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে আসে, তারা নাকি আইনি বিবাহ করেননি। আর সে কারণেই তাদের সম্পর্ককে লিভ-ইন বলা যায়।

নুসরাত এখন সংসার করছেন যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে। তাদের এক পুত্র সন্তানও রয়েছে। অন্যদিকে নিখিলও নিজের মতো করে জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন। ব্যবসা নিয়ে রয়েছেন। নতুন করে জীবনে যোগ হয়েছে সৌরসেনী।

বুমরাহকে কেন টেস্টে অবসর নিতে বলছেন শোয়েব আখতার?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ক্রিকেটের বাইশ গজে বর্তমানে অন্যতম সেরা পেসার ভারতীয় তারকা জাসপ্রীত বুমরাহ। তিন ফরম্যাটেই দারুণ ধারাবাহিক এই পেসার এখনই ৪০০ উইকেট পুরেছেন নিজের পকেটে। অন্য পেসারদের সংগ্রামের দিনেও, তিনি থাকেন ব্যতিক্রম। সেই বোলারকেই কি না টেস্ট থেকে অবসরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি তারকা শোয়েব আখতার।

হঠাৎ করে কেন-ই বা এমন পরামর্শ দিলেন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির এই পেসার! এর পেছনে অবশ্য যুক্তিও আছে শোয়েব আখতারের। এক পডকাস্ট অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'দুটি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) সে (বুমরাহ) খুব দুর্দান্ত বোলার, কারণ সে লেংথটা খুব ভালো জানে। আমি মনে করি সে ডেথ ওভারে অসাধারণ, পাওয়ার প্লেতে সে দু'দিক থেকেই বল সুইং করাতে পারে।'

টেস্ট ক্রিকেটে গতিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন শোয়েব, 'আপনি জানেন যে, টেস্ট ক্রিকেটে অনেক দীর্ঘ স্পেলে বোলিং করতে হয়, ফলে ব্যাটাররা অ্যাটাক করে না খুব একটা। তাই লাইন লেংথটা সেখানে অতটা প্রভাব ফেলে না। সেখানে আপনার দরকার উচ্চ গতি। এরপর বল সিম না করলে বোলারের অসুবিধা হয়, তখন গতিটা বেশি না হলে সংগ্রাম করতে হয় অনেক। আর যখনই উইকেট পেতে অসুবিধা হবে, লোকে আপনাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।'

একইসঙ্গে টেস্টেও বুমরাহ ভালো বোলার স্বীকার করে নিয়ে তার দুর্বলতা উল্লেখ করেন পাকিস্তানি সাবেক তারকা, 'আমার মনে হয় সে টেস্ট ক্রিকেটেও উইকেট নেওয়ার জন্য ভালো বোলার। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজে সে বলার মতো কিছু করতে পারেনি, এমনটা হয়ে থাকে। তবে সে যদি টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে নিতে চায়, তবে তার গতি আরও বাড়াতে হবে। ইনজেকশন নিয়ে গতি বাড়াতে গেলে ইনজুরিতে পড়ার বড় ঝুঁকি থাকে। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, আমি শর্টার ফরম্যাটেই নিজেকে আটকে রাখতাম।'

এখন পর্যন্ত ৪২টি টেস্টে ১৮৫ উইকেট শিকার করেছেন বুমরাহ। তার সামর্থ্য স্বীকার করে নিয়েই শোয়েব টেস্ট থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, 'দীর্ঘতম সংস্করণে খেলার বিষয়টি নির্ভর করে আমি বিষয়টি কিভাবে দেখছি তার ওপর। যদি আমি ভালো অনুভব করি, তাহলে সেটি চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। নিশ্চিত করতে হবে আমি টেস্ট ম্যাচেও উইকেট নিতে পারব। কিন্তু তাকে নিজের দিকে তাকাতে হবে, কারণ সে আইপিএল খেলতে চায় ওয়ানডে খেলতে চায়, একইসঙ্গে টেস্ট ম্যাচেও।'

চতুর্থবারের মতো ফ্রান্সের বর্ষসেরা এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

পিএসজিতে নিজের শেষ মৌসুমেও দুর্দান্ত খেলছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এবার সেটির স্বীকৃতি পেলেন তিনি। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ফ্রান্সের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) ফ্রেঞ্চ ফুটবল এমবাপ্পের নাম ঘোষণা করে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে চতুর্থবারের মতো ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'- এর এই পুরস্কার জিতলেন ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে গত গ্রীষ্মে 'ফ্রি এজেন্ট' হিসেবে রেয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন এমবাপ্পে। এই মৌসুমে স্পেন ও ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের হয়ে এখন পর্যন্ত ২২ ম্যাচে ১২টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সেই ক্লাব ও ফ্রান্স জাতীয় দলে তার পারফরম্যান্স বিবেচনা করা হয়েছে এই পুরস্কারে। ১৯৫৯ সাল থেকে বর্ষসেরার এই পুরস্কার দিয়ে আসছে ফ্রান্স ফুটবল। শুরুতে শুধু ফ্রান্সে খেলা ফরাসি ফুটবলারদের দেওয়া হতো পুরস্কারটি। ১৯৯৬ সাল থেকে ফ্রান্সের বাইরে খেলা ফরাসি ফুটবলারদেরও পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়। আগে খেলোয়াড়দের পঞ্জিকাবর্ষের পারফরম্যান্সের হিসাব ধরা হলেও, ২০২৩ সালে নিয়মে পরিবর্তন এনে গোটা একটি মৌসুমকে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

এর আগে ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এবং ২০২২-২৩ মৌসুমের পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কারটি জিতেছিলেন এমবাপ্পে। পিএসজিতে ২০২৩-২৪ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি করেন ৫২ গোল। সেবার তিনি ষষ্ঠবারের মতো জেতেন লিগ আঁ শিরোপা, ফরাসি কাপ জয়ের স্বাদও পান।

ভোটে এমবাপ্পের পেছনে থেকে দ্বিতীয় হয়েছেন আর্সেনাল ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা। এসি মিলান গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ হয়েছেন তৃতীয়। এমবাপ্পের বর্তমান ক্লাবের দুই সতীর্থ এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা চতুর্থ ও অহেলিয়া চুয়ামেনি পঞ্চম হয়েছেন।

রহস্যের হাসি হেসে শাস্তি পেলেন গুলবাদিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গ করায় শাস্তি পেয়েছেন গুলবাদিন নাইব। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে 'রহস্যের হাসি' এবং ডিআরএস না থাকা সত্ত্বেও রিভিউ চাওয়ার ঘটনায় আইসিসি তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।

হারারেতে গত শুক্রবার জিম্বাবুয়ের ইনিংসের একাদশ ওভারের ঘটনা এটি। ওই ওভারে আফগান অধিনায়ক রাশিদ খানের পঞ্চম বলে এলবিডব্লিউ হন রায়ান বার্ল। পরের বলে টাশিঙ্গা মুসেকিওয়াকে এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করে সফরকারীরা। তবে আম্পায়ার সাড়া দেননি। স্লিপে ফিল্ডিং করা নাইব তখন বিশাল হাসিতে নাটকীয়ভাবে মাথা নত করে ভিন্নমত পোষণ করেন। ম্যাচে ডিআরএস না থাকলেও রিভিউয়ের জন্য আবেদন করেন তিনি।

গুলবাদিন নাইবের শাস্তির কথা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থাটি। নিজের দোষ স্বীকার করে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের দেওয়া শাস্তি মেনে নেন নাইব। তাই আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। আফগানিস্তানের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি তার নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

গত ২৪ মাস সময়ের মধ্যে প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন তিনি। দুই বছর সময়ের মধ্যে চার বা এর বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট কেউ পেলে তা রূপ নেয় সাসপেনশন পয়েন্টে। কোনো ক্রিকেটার দুইটি সাসপেনশন পয়েন্ট পেলে তিনি এক টেস্ট বা দুই ওয়ানডে কিংবা দুটি টি-টোয়েন্টি থেকে নিষিদ্ধ হন, যেটা আগে আসে।

২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে

পরিকল্পনা জানালেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ফুটবল তারকা নেইমার জুনিয়র। পাশাপাশি 'সেলেসাও'কে নেতৃত্বও দিতে চান তিনি। সম্প্রতি ফরাসি গণমাধ্যম 'আরএমসি'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তার লক্ষ্য চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে নামা এবং দেশকে বিশ্বসেরার আসনে পৌঁছে দেয়া।

ক্লাব ফুটবলের পাশাপাশি নেইমারের প্রধান লক্ষ্য ২০২৬ বিশ্বকাপ। তিনি ব্রাজিলের হয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে চান এবং দেশকে শিরোপা এনে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওআরএমস্থিকে নেইমার বলেন, বিশ্বকাপ প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বপ্ন। আমি তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছি এবং চতুর্থবারের মতো খেলতে চাই। এখন আমাকে ফিটনেস ফিরে পেতে হবে এবং ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। নেইমার ইতোমধ্যে বিশ্বকাপে ১৩ ম্যাচে ৮টি গোল এবং ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন। তবে তার বিশ্বকাপ যাত্রা চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। ২০১৪ সালে পিঠের চোটের কারণে জার্মানির বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলতে পারেননি এবং সেই ম্যাচে ব্রাজিল ১-৭ গোলের লজ্জাজনক পরাজয়ের শিকার হয়। ২০১৮ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়। ২০২২ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে নেইমারের স্বপ্ন ভেঙে যায়।

নেইমার ফুটবল ইতিহাসে এক অসাধারণ প্রতিভা হিসেবে পরিচিত। সান্তোস, বার্সেলোনা এবং প্যারিস সেন্ট-জার্মেইতে তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ফুটবলপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। তবে বর্তমানে আল-হিলালে খেলার সময় চোটের কারণে নিজের সেরা ফর্ম দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির পর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছেন নেইমার।

নেইমারের বর্তমান ক্লাব আল-হিলালের সঙ্গে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। তবে গুঞ্জন রয়েছে, তিনি শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে অন্য কোনো ক্লাবে যোগ দিতে পারেন। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে সান্তোসে ফিরে যাওয়া বা ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসি এবং লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে খেলার কথাও শোনা যাচ্ছে। যদি বার্সেলোনার বিখ্যাত 'এমএসএন' ত্রয়ী আবারও একত্র হয়, তবে তা ফুটবল বিশ্বে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করবে।

'প্রতিক্রিয়াটি সঠিক ছিল না, আমার আচরণ নিয়ে কাজ করতে হবে'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

রিয়াল বেতিসের সঙ্গে গত সোমবার লিগ ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করে বার্সা। ওই ম্যাচেই রেফারির সঙ্গে বাজে ব্যবহারের জন্য লাল কার্ড দেখেন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। যে কারণে স্প্যানিশলা লিগা কর্তৃপক্ষ তাকে দুই ম্যাচের জন্য 'টাচলাইন' নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে বার্সার পরবর্তী দুই লিগ ম্যাচ লেগানেস ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না ক্লাবটির এই জার্মান কোচ। এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। লা লিগায় শেষ পাঁচ ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট তুলে নেওয়া বার্সেলোনার জন্য আরও একটি বড় ধাক্কা। সে যাই হোক, নতুন খবর হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার পর নিজের দায় স্বীকার করেছেন বার্সা কোচ।

১৫ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিক বলেন, আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণে উন্নতি করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আমার প্রতিক্রিয়াটি সঠিক ছিল না। মৌসুমের শুরুতে আমি দলকে বলেছিলাম রেফারিদের নিয়ে অভিযোগ না করতে। আমরা এমন বিষয়ে শক্তি নষ্ট করতে চাই না, যা আমরা বদলাতে পারব না। রেফারি একবার সিদ্ধান্ত নিলে তা আর পাল্টানো যায় না।'

গত সপ্তাহের লা লিগার ম্যাচে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করার সময়, ৬৬তম মিনিটে ভিক্টর রকের বিপক্ষে ফ্রেংকি ডি ইয়ংয়ের চ্যালেঞ্জে পেনাল্টি দেওয়া নিয়ে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোয় ফ্লিককে মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রেফারি আলেহান্দ্রো মুনিৎজ রুইজের ম্যাচ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে 'চিৎকার, অঙ্গভঙ্গি এবং সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ' করার কারণে ফ্লিককে লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল। তবে ফ্লিক দাবি করেন, তার প্রতিক্রিয়া রেফারির উদ্দেশ্যে ছিল না। বার্সেলোনা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করেছিল, কিন্তু সেটি খারিজ হয়ে যায়।

ফ্লিক বলেন, 'আমাদের লাল কার্ড মেনে নিতে হবে। এটা আমার জন্য কঠিন, কিন্তু আমি নতুন লিগে এসেছি, ভুল হয়েছে এবং এটি স্বীকার করছি। আমার আচরণ নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। আমি শুধু চাই, রেফারিরা সব ম্যাচে সমান আচরণ করুক। আমরা সবাই মানুষ, ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

ফ্লিকের নিষেধাজ্ঞার সময় বার্সেলোনার সহকারী কোচ মার্কাস সর্গ দায়িত্ব পালন করবেন। ফ্লিক বলেন, 'মার্কাস একজন অভিজ্ঞ কোচ। তার ফুটবল জ্ঞান অনেক গভীর। আমি তার ওপর আস্থা রাখি এবং বিশ্বাস করি তিনি ম্যাচ সামলাতে পারবেন।'

রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ড্রয়ের পর চ্যাম্পিয়নস লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৩-২ গোলের রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে বার্সা। এছাড়াও দলে ফিরে এসেছেন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রোনাল্ড আরাউহো, যিনি জুলাইয়ে অস্ত্রোপচারের পর এই মৌসুমে এখনও মাঠে নামেননি। আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন এবং আনসু ফাতিও অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন।

রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে রিয়ালের সঙ্গে ভাইয়েকানোর ড্র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

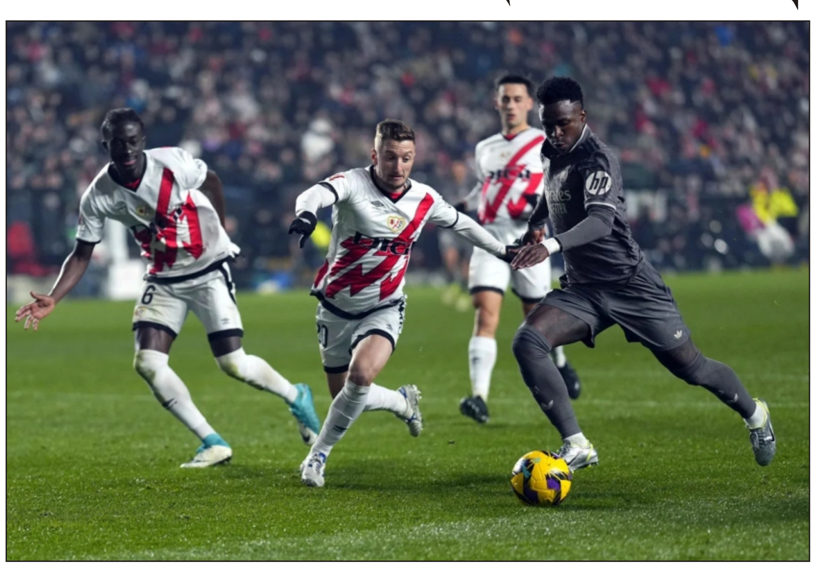

প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুতেই দুই গোলে পিছিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়েও যায় রিয়াল। তবে দারুন খেলে তাদের রুখে দিল রায়ো ভাইয়েকানো। তাতে লা লিগার শীর্ষ যাওয়ার সুযোগ হারাল কার্লো আনচেলত্তির দল।

ভাইয়েকানোর মাঠে দুই দলের রোমাঞ্চকর লড়াই শেষ হয়েছে ৩-৩ সমতায়।

উনাই লোপেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আব্দুল মুমিন। দুই মিডফিল্ডার ফেদে ভালভের্দে ও জুড বেলিংহ্যামের গোলে দ্রুতই সমতা ফেরায় রিয়াল।

পরে রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। একটু পরেই ইসি পালাসনের গোলে সমতা ফেরায় ভাইয়েকানো। ১৭ ম্যাচে ১১ জয় ও চার ড্রয়ে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরেই আছে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। নিজেদের পরের ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদ জিতলে তিনে নেমে যেতে হবে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR